সংবাদ

তারিখ ..27 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...১...

বদলগাছীতে টাকা ছাড়া কাজ করেন না শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রতিনিধি, নওগাঁ

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা শিক্ষা অফিসটি একটি দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন শিক্ষকরা।

জানা গেছে, বদলগাছী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে সানাউল হাবিব গত ২০১৪ সলের জুন মাসের ২ তারিখে যোগদান করেন। এরপর থেকে শুরু হয় উৎকোচ গ্রহণ। বর্তমান সরকারের ঘোষিত জাতীয় স্কেল ফিকশনের জন্যে শিক্ষক প্রতি ২শ' টাকা, এরিয়া বেতন করা বাবদ ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা, টাইম স্কেল বাবদ ৭শ' টাকা এবং শিক্ষক বদলি বাবদ ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা উৎকোচ নেয়া হচ্ছে। অপরদিকে, গত বছর উপজেলার ১৩৪টি স্কুলে দুই কিস্তিতে স্লিপের-৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় । ঐ টাকার মধ্যে ড্রাম সেট কেনার জন্যে বিদ্যালয় প্রতি ৪ হাজার ৫শ' টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত টাকা তুলে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরা জিনিসপত্র কেনার নিয়ম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের না দিয়ে প্রধান শিক্ষকদের চাপ দিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে সানাউল হাবিব টাকা হাতে নিয়ে মাত্র আড়াই হাজার টাকার মধ্যে নিম্ন মানের ড্রাম সেট কিনে প্রতিটি স্কুলে প্রদান করেছেন এবং স্লিপের টাকা থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য মনিটরিং বোর্ড, বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা' ও শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ বাবদ প্রতিটি স্কুলের কাছ থেকে ২২শ' টাকা করে মোট ২ লাখ ৯৪ হাজার ৮শ' টাকা উত্তলন করে মনিটরিং বোর্ড দিয়েছেন ৯৮টি স্কুলে, পাঠ পরিকল্পনা দিয়েছেন ১২১টি স্কুলে ও শ্রেণী কক্ষ সজ্জিতকরণ করেছে ১১৬টি স্কুলে। এ কাজে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উপজেলার কৃষ্ণ আর্ট সেন্টারকে এবং তাদের রেট দিয়েছিলেন মনিটরিং বোর্ড বাবদ ৫৪০টাকা, বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা বাবদ ১৫০ টাকা ও শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত করণ বাবদ ১২০০ টাকা করে । এ ছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক এর উপকরণ বাবদ উপজেলার প্রতিটি স্কুলে ৫ হাজার টাকা করে। কিন্তু প্রধান শিক্ষকদের চাপ প্রয়োগ করে শিক্ষা কর্মকর্তা সমস্ত টাকা হাতে নিয়ে মাত্র ১৭শ' থেকে ২হাজার' টাকার মধ্যে প্রত্যেক স্কুলে নিম্ন মানের এবং নাম মাত্র উপকরণ দিয়েছেন। অভিযোগে আরো জানা গেছে, নতুন স্কেলে এরিয়া বেতন করে দেয়া বাবদ প্রতি শিক্ষক এর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২০১৪ সালে নব্য জাতীয়করণ ৫৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২২৫ জন শিক্ষকদের কাছ থেকে এরিয়া বেতন প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রতি ১ হাজার টাকা করে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা উৎকচ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সরকার ঘোষিত শিক্ষকদের উন্নতি স্কেল প্রদানের জন্য উপজেলার সব সহকারি শিক্ষক প্রতি ৭০০ টাকা করে মোট প্রায় ৪ লাখ টাকা উৎকচ গ্রহণ করেন এবং টাইম স্কেল বাবদ ৭০০ টাকা করে উৎকচ গ্রহণ করেন।

অপরদিকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চলছে বদলি বাণিজ্য। সরে জমিনে বিভিন্ন স্কুলে নতুন বদলী হয়ে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আমাদের পছন্দের স্কুলে আসার জন্য আমরা বদলিকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে কাউকে ১৩ হাজার, ১৫ হাজার, ২০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েকজন শিক্ষক বলেন, এই শিক্ষা কর্মকর্তা এই উপজেলায় যোগদানের পর থেকে শিক্ষকদের যে কোন কাজ লাগলে টাকা ছাড়া তিনি কোন কাজ করে না। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেন কিছু নামধারী শিক্ষক জাতীয় নেতারা। তার অফিসের অফিস সহকারী নুপুর শিক্ষা কর্মকর্তার মদদে বিভিন্ন শিক্ষকদের সাথে যে কোন কাজে অর্থ দাবি করেন ও শিক্ষকদের সাথে অসোভন আচরণ করেন। তাই আমরা শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এই দুর্নীতিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তার অপসারনের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

উৎকচ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সানাউল হাবিব এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা নেইনি।

এসব বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি এসব বিষয়ে কোন কিছু জানি না। তবে অভিযোগ পেলে তদন্তস্বাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।